

“বই পড়ার কৌশল মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ”

লেখার ব্যাপারটা অইলো পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতন। আপনি যত বড় ঢিল যত জোড়ে মারবেন পাঠকের মনে তরঙ্গটাও তত জোড়ে উঠবে, অধিকক্ষন থাকবে। (জ্ঞানতাপস অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক)

কোন জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হ’লে সেই জাতির লোকদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যখন তারা সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি হবে তখনই একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সাধন সম্ভব। মহানবী (সঃ) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। আর এজন্য তিনি হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে আসা ইসলামের সর্বপ্রথম বাণী ‘ইকরা’র পথ ধরেই সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ- الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ- عَلَّمَ الْإِنْسَانَ, ‘পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পড় এবং তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না’ (আলাক ১-৫)। রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য ছাফা-মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, কা’বা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, উকাযের মেলা ঘুরে ঘুরে ‘ইকরা’ তথা পড়ার সবক দিয়েছিলেন। আল্লাহর নবী হিসাবে তিনি ভাল করেই জানতেন সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে, তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি বিধান করতে না পারলে সমাজের মধ্যে বন্যার স্রোতের ন্যায় সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হ’লেও তাতে মানুষের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। সঠিক বিদ্যার্জন না করলে জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও পরিপক্বতা আসবে না। তাই তো কুরআন ও হাদীছে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, ‘তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হ’ল না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?’ (তওবা ১২২)। মহানবী (সঃ) বলেন, طَلَّبَ الْعِلْمَ, ‘জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয’। [মিশকাতুল মাছাবীহ, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, হা/২১৮।] জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামের উদার

দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায় যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে মহানবী (সঃ)-এর মহানুভবতা থেকে। হিজরতের দেড় বছর পর বদর যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন মুশরিক বন্দী হয়। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের মুক্তিপণ দানের সামর্থ্য ছিল না। রাসূল (সঃ) মদীনার ১০ জন করে ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেন। [বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য; পৃঃ ৬৯] এই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হল “পড়া”। সালায়, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ কিন্তু মহান আল্লাহ তার ফরজ বিধানের কোন কিছুই প্রথমে নাজিল করেননি। সর্বপ্রথম নাজিল করেছেন “পড়”। তাই আজ আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে পড়া যায় বা কিভাবে বই পড়তে হয়। যাকে ইংরেজিতে বলা যায়, How to read a book?

আসুন একটি গল্প দিয়ে মূল আলাপে আসি। বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ এর সভাপতি শায়েখ শাহাদাত হোসেন খান ফয়সাল (রহিঃ) কে বাংলাদেশ জাতীয় ইনসাফ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মাদ মোসলেহ উদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন; “শাহাদাৎ বই পড়তে শিখেছ? বই পড়াও শিখতে হয়। লেখক তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, কোন কোন দিক গুলো লেখক সুস্পষ্টভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন, কোন দিক গুলোর দিকে বেশি জোড় দিচ্ছেন। এগুলো যদি ধরতে বা বুঝতে না পার, তাহলে বই কিভাবে পড়তে হয় তা শিখতে পারোনি এখনো।”

বাজার থেকে বই ক্রয় করে এনে পড়ে ফেললেই তো পড়া হয়ে যায়, তাহলে আলাদা করে আবার (১) পড়তে শেখার কি প্রয়োজন আছে? (২) পড়াও কি শিখতে হয়? Read শব্দের অর্থ পড়া আর Study শব্দের অর্থও “পড়া”। বাংলায় বা ইংরেজিতে দুইটা শব্দের অর্থ বর্ণামূলক ভাবে একই ধারায় প্রকাশ করলেও বিশ্লেষণ মূলক ভাবে দুটি শব্দের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আমরা আপাতত পড়া শব্দ কে ধরে সামনে আগাই। বই পড়ার দুইটা পদ্ধতি আছে, (ক) বর্ণামূলক পাঠ (খ) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক পাঠ।

ধরুন আপনি ও আপনার সদ্য বাংলা বানান শেখা সন্তান শাহাগ থেকে হেটে যাচ্ছে, দেখতে পেলেন শাহাবাগের দেয়ালে দেয়ালে লেখা রয়েছে; “মুহাম্মাদ (সঃ)”। আপনার সন্তান বানান করে শব্দটি পড়ে ফেলবে কিন্তু আপনি যখন এই শব্দটি পড়বেন তখন নিশ্চয়ই আপনার মাথায় প্রশ্ন এবং তত্ত্ব আসবে। শুরুতেই শব্দটা পড়ার পরেই আপনার মাথায় ভেসে আসবে তিনি আমাদের শেষ নবী, যিনি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, যিনি পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে ন্যায় ও ইনসাফের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আপনার মস্তিষ্ক প্রশ্ন করবে শাহাবাগের মত নাস্তিকদের আড্ডা খানায় এই মহামানবের নাম কেন? নিশ্চয়ই এখানে কোন ডানপন্থি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে। এই উদাহরণটি অনেকের কাছে কঠিন লাগতে পারে আসুন আরেকটি সহজ উদাহরণ দেই।

"H₂O" আমরা জানি এটি পানির রাসায়নিক সংকেত। এই শব্দটা যদি আপনার সন্তান কে পড়তে বলেন সেও পড়তে পারবে, সে পড়ে ফেলবে H 2 O কিন্তু আপনি পড়বেন "পানি"। এটাই হল বর্ণামূলক আর বিশ্লেষণ মূলক পাঠ।

পুরো দুনিয়া জুড়ে তারাই দীর্ঘ মেয়াদি আধিপত্য বিস্তার করে যারা অক্ষর কে বিশ্লেষণ মূলক ভাবে পাঠ করতে পারে। আপনার চিন্তা ভাবনা এবং মস্তিষ্ক কে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র উপায় হল "Text"। পাশ্চাত্য থেকে পড়ে আসা এবং প্রাচ্য থেকে পড়ে আসা মানুষের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে চিন্তার এবং বুঝের অনেক বড় একটা পার্থক্য আছে। এটার অন্যতম কারন হল পড়া। যিনি যেই ধাচের অধ্যয়ন করেন তার মস্তিষ্ক সেই ধাচেই প্রবাহিত হয়। তাই একটি বই কে সাধারণ ভাবে নেয়ার কোন সুযোগ নাই। "মস্তিষ্কের বিপ্লব, দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বিপ্লব।" তাই আপনার মস্তিষ্ক কোন পথে হাটবে বা আপনার সমাজ কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের বই অধ্যয়ন করা হচ্ছে তার উপর। জ্ঞানতাপস জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তার শীর্ষ লেখক আহমদ ছফাকে বলেছিলেন; "যখন কোন নতুন জায়গায় যাইবেন, দুইটা বিষয় পয়লা জানার চেষ্টা করবেন। (১) কাচা বাজারে যাইবেন, কি খায় এইডা দেহনের লাইজ্ঞ। (২) বই এর দোকানে যাইবেন পড়াশোনা কি করে হেইডা জানার লাইজ্ঞ। কি খায়, কি পড়ে দুইডা জিনিস না জানলে একটা জাতির কোন কিছু জানন যায় না।" [যদ্যপি আমার গুরু, ২১-২২পৃঃ]

পাঠক দুই ধরনের (১) সচেতন পাঠক (২) অচেতন পাঠক। সচেতন পাঠক যখন একটি বই অধ্যয়ন করেন তখন তিনি লেখক কে বা বই কে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে পাঠ এগিয়ে নেন। যা আমরা বিখ্যাত SQRRR মডেল এর মধ্যে দেখতে পাই। সচেতন পাঠক কোন ভাবেই তাড়াহুড়ো করে পাঠ করে না। কারন তাড়াহুড়ি পড়লে অনেক কিছুই ধোয়াসা রয়ে যায়। কার্যকরভাবে বই পড়া শুধুমাত্র অক্ষর চেনা বা তথ্য আহরণ নয়, বরং এটি একটি সুসংগঠিত মানসিক এবং শিক্ষাগত প্রক্রিয়া। এই বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, নিষ্ক্রিয় পাঠ (Passive Reading) পরিহার করে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠককে তিনটি মূল স্তরের উপর মনোযোগ দিতে হবে: নিয়মিত পঠন অভ্যাস গঠন, সক্রিয় পঠন কৌশল প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্মৃতিতে তথ্য ধারণ করা। এই কৌশলগুলির মধ্যে আমেরিকার শিক্ষা দার্শনিক ফ্রান্সিস পি. রবিনসন (Francis P. Robinson) প্রবর্তিত SQ3R মডেল বেশ জনপ্রিয়। সফল পাঠক হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো পড়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ মূলক বই নির্বাচন এবং জ্ঞানী কে সুনির্দিষ্টভাবে যৌক্তিক প্রশ্ন করা। আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; "পড়নের সময় তাড়াহুড়ো কইরেন না। কী পড়ছেন হেইডা পরিষ্কার ভাবে বুঝার চেষ্টা করবেন।"

পঠনের গুরুত্ব, দক্ষতার সংজ্ঞা এবং শারীরিক-মানসিক প্রস্তুতি

পঠন দক্ষতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি কেবল কোনো লিখিত বিষয়বস্তুকে নির্ভুলভাবে পড়ে যাওয়া নয়, বরং সেটির অর্থ বোঝা, গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই বিষয়বস্তুকে অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সক্ষমতা। কার্যকর পঠনের প্রথম ধাপ হলো মানসিক আগ্রহ সৃষ্টি করা। বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাঠক বই কে তার প্রিয় বস্তু (খেলাধুলা, গল্প, আড্ডা) এর প্রতি আগ্রহের সাথে তুলনা করে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে

হবে এবং 'পড়া কঠিন', 'মনে থাকে না'—এই ধরনের নেতিবাচক ধারণাগুলো থেকে মনকে মুক্ত করে 'খালি মাথায়' বসতে হবে। যখন মস্তিষ্কে ইতিবাচক উদ্দীপনা তৈরি হয়, তখন পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বই পড়ার জন্য একটি আরামদায়ক ও কোলাহলহীন স্থান খুঁজে বের করা জরুরি।

দীর্ঘস্থায়ী পঠন অভ্যাস গঠনের জন্য কিছু ব্যবহারিক কৌশল কার্যকর। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পড়ার সাথে জড়িত মানসিক চাপ বা 'ঘর্ষণ' (Friction) কমিয়ে আনা। পাঠক যখন ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় চাপের সম্মুখীন হন (যেমন খারাপ লাগা সত্বেও একটি বই শেষ করার তাগিদ), তখন তার পড়ার আগ্রহ দ্রুত হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, পাঠক যেখানেই যান, সাথে একটি বই (হার্ডকভার, পিডিএফ, বা অডিওবুক) নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যাতে অপ্রত্যাশিত বিরতির সময়ও পড়া চালিয়ে যাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকতা অভ্যাসটিকে আরও শক্তিশালী করে। তৃতীয়ত, যে বইগুলো পড়তে ভালো লাগছে না, সেগুলি পড়তে হবে এমন চাপ না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত। পছন্দের টপিকের বই বেছে নেওয়ার মাধ্যমে আগ্রহ অটুট থাকে। সবশেষে, বইপ্রেমীদের সাথে মেলামেশা করে নতুন বই সম্পর্কে জানা এবং পঠিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সামাজিক আলোচনাগুলি জ্ঞানকে আরও সুসংহত করে এবং পাঠককে নিরন্তর শেখার প্রেরণা যোগায়। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; “পড়ার ব্যাপারটা অইলো অন্যরকম। আপনে যখন মনে করলেন কোন বই পইড়া ফেলাইছেন নিজেরে জিগাইবেন, যে বইটা পড়ছেন নিজের ভাষায় আবার বইটা লিখতে পারবেন কিনা। আপনার ভাষার জোড় লেখকের মত শক্তিশালী না অইতে পারে, আপনার শব্দ ভান্ডার সামান্য অইতে পারে, তথাপি যদি মনে মনে জিনিসটা রিপ্ৰোডিউস না করতে পারেন। ধইর্যা নিবেন আপনার পড়া অয় নাই। (যপদ্যপি আমার গুরু; ২৬পৃঃ)

SQ3R মডেল

সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রমাণিত মডেল হলো SQ3R (বা SQRRR)। এই পদ্ধতিটি ফ্রান্সিস পি. রবিনসন কর্তৃক ১৯৪৬ সালে তার 'ইফেক্টিভ স্টাডি' (Effective Study) বইয়ে প্রবর্তিত হয় এবং এটি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু দক্ষ ও কার্যকরভাবে পড়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। SQ3R মডেলে পাঁচটি প্রধান ধাপ রয়েছে, যা পাঠককে পঠন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সচেতনভাবে যুক্ত রাখে।

SQ3R মডেলের কার্যকরী ধাপসমূহ;

ধাপ (Step)	সংজ্ঞা (Definition)	উদ্দেশ্য (Purpose)	করণীয় (Actionable Steps)
সমীক্ষা (Survey)	সম্পূর্ণ অধ্যায় বা বইয়ের উপর দ্রুত চোখ বুলানো	কাঠামোগত ধারণা তৈরি ও মানসিক প্রস্তুতি	ভূমিকা, শিরোনাম, ছবি, চার্ট, সারাংশ দেখে নেয়া।
প্রশ্ন (Question)	শিরোনাম ও উপশিরোনাম থেকে প্রশ্ন তৈরি করা	মনোযোগ বৃদ্ধি ও উত্তর খোঁজার উদ্দীপনা সৃষ্টি	"কী?", "কেন?", "কীভাবে?" "কি জন্য?" "কি কারনে?" ইত্যাদি

ধাপ (Step)	সংজ্ঞা (Definition)	উদ্দেশ্য (Purpose)	করণীয় (Actionable Steps)
			প্রশ্নগুলি মনে তৈরি করা
পঠন (R1-Read)	মনোযোগ সহকারে পাঠ করা	প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা ও মূল ধারণা বোঝা	ধীর ও বোধগম্য গতিতে পড়া, সক্রিয়ভাবে হাইলাইট করা।
আবৃত্তি/স্মরণ (R2-Recite)	চোখ বন্ধ করে বা নিজের ভাষায় মূল বিষয়টি মস্তিষ্কে ধারণ করা।	ধারণক্ষমতা যাচাই এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতিতে প্রবেশ করানো।	নোট না দেখে বা মুখস্ত না করে মূল বিষয়বস্তু স্মরণ করা বা লিখে ফেলা।
পর্যালোচনা (R3-Review)	বিরতি দিয়ে পুনর্যালোচনা	দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে জ্ঞানকে গোঁথে দেওয়া	পূর্বের নোট ও দাগানো অংশগুলি বিরতি দিয়ে পুনরায় পড়া।

ফিকশন বনাম নন-ফিকশন

পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠকের কৌশলগত পার্থক্য দেখা যায়। যদি একজন পাঠক ফিকশন বা বিনোদনমূলক পাঠকে নন-ফিকশনের মতো তীব্র জ্ঞানীয় চাপ দিয়ে পড়েন, তবে তিনি দ্রুত মানসিক অবসাদে ভুগতে পারেন। নন-ফিকশন বইগুলো সাধারণত বাস্তবধর্মী হয়ে থাকে এবং এর মূল উদ্দেশ্য পাঠককে কোনো বিষয়ে অবহিতকরণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এই বইগুলির মধ্যে রয়েছে আত্ম-উন্নয়নমূলক বই, ইতিহাস সম্পর্কিত বই, টাইম ম্যানেজমেন্টের বই, বা বিজনেস সংক্রান্ত লেখা। যেহেতু নন-ফিকশনের মূল লক্ষ্য জ্ঞান বৃদ্ধি, তাই এই ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে SQ3R মডেল এবং ফাইনম্যান কৌশলের মতো তীব্র ধারণক্ষমতা নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যিক। পাঠককে অবশ্যই নতুন ধারণা ও দৃষ্টিকোণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এই ধরনের বইকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ফিকশন বই মূলত কল্পনাকেন্দ্রিক। লেখকের নিজস্ব কল্পনার ফল হলো ফিকশন, এবং এর মূল উদ্দেশ্য থাকে পাঠককে আনন্দ প্রদান ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটানো। ফিকশনের ব্যাখ্যা পাঠক ভেদে ভিন্নতা লাভ করতে পারে। ফিকশন পড়ার কৌশলগত নমনীয়তা থাকা উচিত। পাঠককে কোনো বই শেষ করতেই হবে এমন চাপ না নিয়ে, নিজের পছন্দমতো চ্যাপ্টার বা পৃষ্ঠাগুলো পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফিকশন পড়ার ক্ষেত্রে গভীর ধারণ বা আবৃত্তির চেয়ে গল্পে নিমগ্নতা (Immersion) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৌশল নির্বাচন অবশ্যই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; ফিকশনে আনন্দের জন্য পড়া উচিত এবং নন-ফিকশনে জ্ঞান অর্জনের জন্য।

জার্মান মনোবিদ হারমান এবিনঘসের গবেষণায় দেখা যায়, যেকোনো কিছু পড়ার এক ঘণ্টা

পর সেটির মাত্র ৪৪ শতাংশ আমাদের মনে থাকে। এই দ্রুত ভুলে যাওয়ার রেখা অতিক্রম করার জন্য তাৎক্ষণিক রিভিশন না দিয়ে, একটি নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে একই বিষয় আবার পড়া প্রয়োজন। ব্যবধানযুক্ত পুনরাবৃত্তি কৌশল এই নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, পাঠককে ভুলে যাওয়া শুরু হওয়ার ঠিক মুহূর্তে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হয় এবং এই বিরতি বা ফাঁকা স্থানগুলি ক্রমশ বাড়তে থাকে। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, এই পদ্ধতি মস্তিষ্কের জন্য কিছুটা কঠিন বা হতাশাজনক মনে হলেও, এটিই আসলে 'স্মার্টলি পড়া' (Studying Smarter) নিশ্চিত করে। যখন মস্তিষ্কে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় (যা আবৃত্তি ধাপে নোট না দেখে তথ্য স্মরণ করার মতো), তখনই সেই স্মৃতির পথটি শক্তিশালী হয়। সহজলভ্য রিভিশন এই গভীর প্রচেষ্টার অভাব ঘটায়, তাই প্রচেষ্টার তীব্রতা স্মৃতির স্থায়িত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। স্পেসড রিপিটিশন তথ্যের দীর্ঘস্থায়ী ধারণকে বহু গুণ। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; “পড়ার সময় নোট রাখতে অয়, নোট না রাখলে পড়া কোন কামে আইব না। ক্ষেত চাষবার সময় জমির আইল বাইস্ক্যা রাখতে অয়।”

কার্যকরভাবে বই পড়া একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যা পাঠকের প্রচেষ্টা, পরিবেশ, এবং জ্ঞানীয় কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে সক্রিয়ভাবে জ্ঞানে যুক্ত হওয়া। ফ্রান্সিস পি. রবিনসনের SQ3R মডেল সক্রিয় পঠনের কাঠামো প্রদান করে, যেখানে সমীক্ষা এবং প্রশ্ন তৈরি করে পাঠক নিজেকে জ্ঞান আহরণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। অন্যদিকে, হারমান এবিনঘসের তত্ত্ব অনুসারে, দীর্ঘমেয়াদি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবধানযুক্ত পুনরাবৃত্তি এবং ফাইনম্যান কৌশলের মাধ্যমে পঠিত বিষয়কে সরলীকরণ করে অন্যকে শেখানোর মতো প্রচেষ্টা-নির্ভর কৌশলগুলি ব্যবহার করা আবশ্যিক। সবচেয়ে কার্যকর পাঠক সেই ব্যক্তি, যিনি তার পঠনের উদ্দেশ্য (বিনোদনের জন্য ফিকশন নাকি জ্ঞান আহরণের জন্য নন-ফিকশন) অনুযায়ী কৌশল নির্বাচন করতে পারেন এবং নিয়মিতভাবে নিজের জ্ঞানকে পরীক্ষা ও পুনর্গঠন করতে পারেন। ফলস্বরূপ, বই পড়া কেবল একটি অভ্যাস নয়, বরং এটি একটি নিবিড় জ্ঞানীয় অনুশীলন, যা মস্তিষ্কের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

যারা জ্ঞানী হতে চান, বড় লেখক হতে চান তাদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; “আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতি না জানলে ওরিজিন্যাল সোর্স ব্যবহার করার ক্ষমতা কারও জন্মাবে না।” আমি জানি না জ্ঞানতাপস উর্দু ও ইংরেজি ভাষাকে কেনো বাদ দিলেন। যদি তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটের ইতিহাস ঐতিহ্য জানার জন্য মূল তিনটি ভাষার কথা বলেছেন। তবে বিশ্বাস ইতিহাস পাঠের মূলে প্রবেশ করতে হলে জ্ঞানতাপসের নির্দেশিত ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

বই হোক!

জীবন পথের পাথেয়।

লেখক: আহমাদ বিন আব্দুস সালাম

সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক: বাংলাদেশ আহলেহাদীস ছাত্রসমাজ